গভর্ণমেণ্টের অধীন বিদ্যালয় সমুদায়স্থ ছাত্রগণের বার্ষিক পরীক্ষাকালে, মহাত্মা বীটন্‌সাহেব এদেশীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহার বিশিষ্ট রূপ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যা প্রচার দ্বারা এদেশীয় লোকের যত উপকার করিতে ও তদ্দ্বারা যেপ্রকার হিতৈষিরূপে গণ্য হইতে পারিবেন, এমত আর কিছুতেই নহে; যেহেতু সাধারণরূপে বিদ্যা প্রচার হইয়া সর্ব্ব-সাধারণ লোকের কুসংস্কার সমুদায় নষ্ট হইলে অপরাপর বিষয়ে অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে।

হিন্দু কালেজের শিক্ষা প্রণালী। আশ্বিন ১৭৭২ শক। ৮৬ সংখ্যা

1850

হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগের শিক্ষা প্রণালী লইয়া এক্ষণে মহা আন্দোলন হইতেছে। তথায় গণিত বিদ্যা শিক্ষার বাহুল্য ও সাহিত্য ইতিহাস নীতি বিদ্যাদি অধ্যয়নের অল্পতা দেখিয়া অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন, এবং রাজ-পুরুষেরা কি নিগূঢ় অভিপ্রায়ে পূর্ব্বরীতি পরিবর্ত্তন করিয়া অভিনব নিয়ম সংস্থাপন করিলেন, অনেকে তদ্বিষয়েরও জল্পনা করিতেছেন। স্থানে স্থানে এই প্রকার প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়, যে বালকেরা অনুক্ষণ অঙ্কপাত ও অঙ্কগণনা করিয়া ক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ হইতেছে ও আর আর মনোবৃত্তিকে নিশ্চেষ্ট রাখিয়া চিত্তভূমিতে কেবল অঙ্কের প্রতিরূপ অঙ্কিত করিতেছে। ইহাও অবগত হওয়া যায়, যে তাহারদের পিতা মাতা ও অভিভাবকেরা তাহারদিগকে সর্ব্বদাই অঙ্ক গণনাতে ব্যাপৃত দেখিয়া ক্ষোভ ও বিরক্ত প্রকাশ করিতেছেন, ও পুত্রাদির বিদ্যাশিক্ষার্থে যত যত্ন ও অর্থব্যয় করেন, তাহারদের অন্যান্য নানাপ্রকার বিদ্যাশিক্ষার অল্পতা বিবেচনা করিয়া তাহা বহু অংশে বিফল বোধ করিতেছেন, এবং হিন্দুদিগের শুভানুরাগি অনেকানেক মহাশয় কালেজের এইরূপ রীতি পরিবর্ত্তন দেখিয়া খেদোক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, ও সংবাদপত্র-সম্পাদকেরাও এই প্রস্তাব লইয়া বিস্তর বিচার করিতেছেন। এ কথা যথার্থ বটে, যে লোকে তিল-প্রমাণ দোষ পাইলে তাল-প্রমাণ করিয়া বর্ণনা করে, কিন্তু যখন এ বিষয় লইয়া এত আন্দোলন ও বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তখন ইহা নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে যদবধি কেম্ব্রিজ নগরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতক-গুলি গণিতজ্ঞ ছাত্র হিন্দু কালেজের শিক্ষকতা পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তদ-বধিই তথায় গণিতশাস্ত্র শিক্ষার বাহুল্য হইয়া অন্যান্য বিষয়ে অযত্ন ও অবহেলন হইয়া আসিতেছে। তাঁহারদিগের সাহিত্য ইতিহাসাদি বিদ্যায় তাদৃশ অনুরাগ ও পারদর্শিতা নাই, অতএব তাঁহারা তাহাতে আদর প্রকাশ ও মনোযোগ প্রদান করেন না। যদিও এ বিষয় এক্ষণে সকলেরই গোচর হইয়াছে, এবং অনেকে তাহার ফলভোগ করিতেছেন, তথাপি কেহ কেহ তাহা অঙ্গীকার করেন না। তাঁহারা

কহেন, অদ্যাপি কালেজের ছাত্রেরা গণিত ও সাহিত্য ইতিহাসাদি সকল শাখা-তেই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হয়, ও উভয়ই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হয়, ও উভয়ই সমান শিক্ষা করে। কিন্তু কালেজের পাঠ্য গ্রন্থ ও অধ্যয়নের নিয়ম দৃষ্টি করিলেই তাঁহারদের এ অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয়। এই স্থলে প্রথমশ্রেণীর ইংরাজী পাঠ্য গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে, পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

প্রথম শ্রেণীর তিনভাগ আছে। এই শ্রেণীতে সাহিত্য ও ইতিহাসাদি বিষয়ক যে কয়েক খানি গ্রন্থ অধীত হয় তাহা তিন ভাগেই সমান। যথা

শেক্‌শপিয়ারের কোরায়োলেনস্ নামক নাটক, বেকনের এসে, এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের প্রথম খণ্ড, আর্নালডের রোমীয় ইতিহাসের প্রথম খণ্ড, কেম্বেলের অলঙ্কার শাস্ত্র *।

আর গণিত বিষয়ক গ্রন্থ এক একভাগে এক এক প্রকার। যথা

প্রথম ভাগে

মিলরের ডিফরেন্‌শেল ক্যালকিউলস্, হাইমারের ইণ্টেগ্রাল ক্যাল্‌কিউলস্, পটরের দৃষ্টিবিজ্ঞান, বিন্‌ক্লির জ্যোতিষ †।

দ্বিতীয় ভাগে

মিলরের ডিফরেন্‌শেল ক্যাল্‌কিউলস্, হাইমারের ইণ্টেগ্রাল ক্যালকিউলস্, নিউটনের প্রিন্সিপিয়া, হাইমরের এনালিটিকেল কোনিক্ সেক্‌শন, ওয়েব্‌ষ্টরের হাইড্রষ্টেটিকস্ ‡।

তৃতীয় ভাগে

হাইমরের থিয়রি আব ইকোয়েশন্, গুড্‌উইনের জিওমেট্রিকেল কোনিক্ সেক্‌শন, পটরের মিকানিক্‌স **।

এই বিবরণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে গণিত অপেক্ষায় সাহিত্য ও ইতি-

* Shakespeare's Coriolanus, Bacon's essays, Campbell's Rhetoric, Elphinstone's India, Vol. 1, Arnold's Rome, Vol. 1.

† Miller's Differential Calculus, Hymer's Integral Calculus, Potter's Optics, Brinkley's Astronomy.

‡ Miller's Differential Calculus, Hymer's Integral Calculus, Newton's Principia, Hymer's Analytical Conic Section, Webster's Hydrostatics.

** Hymer's Theory of Equations, Goodwin's Geometrical Conic Section, Potter's Mechanics.

হাসাদির অতিশয় অল্পতা বোধ হয়। দৃষ্ট হইতেছে, যে সাহিত্যাদি বিষয়ক যে কয়েক খানি গ্রন্থ অধীত হয়, তাহার মধ্যে এই বর্ষে কোন গ্রন্থের এক খণ্ড ও কোন পুস্তকের বা একটি বিষয়মাত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব কৃত ভারতবর্ষীয় ইতিহাস দুই খণ্ডে বিভক্ত ; এ বৎসর প্রথম শ্রেণীস্থ বালকদিগকে তাহার একখণ্ডের কিয়দংশ মাত্র অভ্যাস করিয়া আর শেক্‌শপিয়রের নাটক গ্রন্থের একটিমাত্র নাটক অধ্যয়ন করিয়া যে কেন নিরস্ত থাকিতে হইবে, তাহার কারণ নিরূপণ করা সুকঠিন। ভারতবর্ষের প্রধান বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ছাত্রদিগের সম্বৎসর কালে কোন নির্দ্দিষ্ট ইতিহাসের কোন নির্দ্দিষ্ট খণ্ডমাত্র অভ্যাস করিয়া ক্ষান্ত থাকা কি শোভা পায় ? অন্ততঃ তাহারদিগের প্রাচীন ও আধুনিক সমুদায় প্রধান প্রধান রাজ্যের ইতিহাসে এক প্রকার দর্শন থাকা উচিত। পূর্ব্বে হিন্দু কালেজের এই প্রকার নিয়মই নিরূপিত ছিল। তাহাতে কোন কোন ছাত্র ইতিহাস বিদ্যায় এরূপ পরীক্ষা প্রদান ও এপ্রকার পারদর্শিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, যে অনেকানেক খ্যাতবিদ্য ইংরাজ তাহা দৃষ্টি করিয়া উল্লেখ করেন, যে আমরা এ সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে এ প্রকার ত্বরিত উত্তর প্রদানে সমর্থ হইতাম কিনা সন্দেহ স্থল। কিন্তু সম্প্রতি তথাকার শিক্ষাকার্য্যের যে রূপ পদ্ধতি হইয়াছে, তাহাতে এক্ষণে আর কোন ছাত্রের ইতিহাসাদি শাস্ত্রে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। আর পাঠকবর্গ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ-বিবরণ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলে ইহা দেখিতে পাইবেন, এবং দেখিয়া অবশ্যই বিস্ময়াপন্ন হইবেন, যে ছাত্রেরা নীতি বিদ্যাদি অত্যাবশ্যক সর্ব্বলোক-শিক্ষণীয় উৎকৃষ্ট শাস্ত্র সমুদায়ের যথোচিত উপদেশ প্রাপ্ত হয় না। শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষেরা বুঝি সে সকল শাস্ত্র বালকদিগের অধ্যয়নের উপযুক্তই জ্ঞান করেন না। বালকদিগের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায় সর্ব্বতোভাবে উন্নত হউক বা না হউক, তাহারদের ঐহিক পারত্রিক সুখ সাধক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হউক বা না হউক, তাহাতে তাঁহারা বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি বোধ করেন না। শ্রুত হইয়াছে, ছাত্রদিগকে দুই তিন বৎসরের পরে একবার করিয়া নীতিবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহাতে স্পষ্ট বোধহয়, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উভয়েই সমান মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করা যে আবশ্যক, তাহা হিন্দু কালেজের শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপকেরা বিশিষ্টরূপে অনুধাবন করেন নাই। এরূপ শিক্ষার যেরূপ ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, অনেকানেক ছাত্রেরই পাষাণময় চিত্তকে ধর্ম্মরসে অভিষিক্ত হইতে দৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু এ সকল বিষয়ে আমারদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে কালেজের উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর প্রাত্যহিক পাঠের নিয়ম অবগত করা আবশ্যক, অতএব এইস্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠের নিয়ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

হাসাদির অতিশয় অল্পতা বোধ হয়। দৃষ্ট হইতেছে, যে সাহিত্যাদি বিষয়ক যে কয়েক খানি গ্রন্থ অধীত হয়, তাহার মধ্যে এই বর্ষে কোন গ্রন্থের এক খণ্ড ও কোন পুস্তকের বা একটি বিষয়মাত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব কৃত ভারতবর্ষীয় ইতিহাস দুই খণ্ডে বিভক্ত ; এ বৎসর প্রথম শ্রেণীস্থ বালকদিগকে তাহার একখণ্ডের কিয়দংশ মাত্র অভ্যাস করিয়া আর শেক্‌শপিয়রের নাটক গ্রন্থের একটিমাত্র নাটক অধ্যয়ন করিয়া যে কেন নিরস্ত থাকিতে হইবে, তাহার কারণ নিরূপণ করা সুকঠিন। ভারতবর্ষের প্রধান বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ছাত্রদিগের সম্বৎসর কালে কোন নির্দ্দিষ্ট ইতিহাসের কোন নির্দ্দিষ্ট খণ্ডমাত্র অভ্যাস করিয়া ক্ষান্ত থাকা কি শোভা পায় ? অন্ততঃ তাহারদিগের প্রাচীন ও আধুনিক সমুদায় প্রধান প্রধান রাজ্যের ইতিহাসে এক প্রকার দর্শন থাকা উচিত। পূর্ব্বে হিন্দু কালেজের এই প্রকার নিয়মই নিরূপিত ছিল। তাহাতে কোন কোন ছাত্র ইতিহাস বিদ্যায় এরূপ পরীক্ষা প্রদান ও এপ্রকার পারদর্শিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, যে অনেকানেক খ্যাতবিদ্য ইংরাজ তাহা দৃষ্টি করিয়া উল্লেখ করেন, যে আমরা এ সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে এ প্রকার ত্বরিত উত্তর প্রদানে সমর্থ হইতাম কিনা সন্দেহ স্থল। কিন্তু সম্প্রতি তথাকার শিক্ষাকার্য্যের যে রূপ পদ্ধতি হইয়াছে, তাহাতে এক্ষণে আর কোন ছাত্রের ইতিহাসাদি শাস্ত্রে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। আর পাঠকবর্গ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ-বিবরণ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলে ইহা দেখিতে পাইবেন, এবং দেখিয়া অবশ্যই বিস্ময়াপন্ন হইবেন, যে ছাত্রেরা নীতি বিদ্যাদি অত্যাবশ্যক সর্ব্বলোক-শিক্ষণীয় উৎকৃষ্ট শাস্ত্র সমুদায়ের যথোচিত উপদেশ প্রাপ্ত হয় না। শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষেরা বুঝি সে সকল শাস্ত্র বালকদিগের অধ্যয়নের উপযুক্তই জ্ঞান করেন না। বালকদিগের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায় সর্ব্বতোভাবে উন্নত হউক বা না হউক, তাহারদের ঐহিক পারত্রিক সুখ সাধক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হউক বা না হউক, তাহাতে তাঁহারা বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি বোধ করেন না। শ্রুত হইয়াছে, ছাত্রদিগকে দুই তিন বৎসরের পরে একবার করিয়া নীতিবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহাতে স্পষ্ট বোধহয়, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উভয়েই সমান মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করা যে আবশ্যক, তাহা হিন্দু কালেজের শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপকেরা বিশিষ্টরূপে অনুধাবন করেন নাই। এরূপ শিক্ষার যেরূপ ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, অনেকানেক ছাত্রেরই পাষাণময় চিত্তকে ধর্ম্মরসে অভিষিক্ত হইতে দৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু এ সকল বিষয়ে আমারদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে কালেজের উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর প্রাত্যহিক পাঠের নিয়ম অবগত করা আবশ্যক, অতএব এইস্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠের নিয়ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

সাপ্তাহিক পাঠের নিয়ম।

প্রথম শ্রেণী।

	১০॥ ঘণ্টা অবধি ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত	১২ ঘণ্টা অবধি ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত	১ ঘণ্টা অবধি ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত	২ ঘণ্টা অবধি ৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত	৩ ঘণ্টা অবধি ৪॥ ঘণ্টা পর্য্যন্ত
সোমবার	গণিত	ইতিহাস	অবকাশ	সাহিত্যাদি	অলঙ্কার
মঙ্গলবার	”	”	”	”	চিত্রকর্ম্ম
বুধবার	”	”	”	”	বাঙ্গলা
বৃহস্পতিবার	”	”	”	”	বাঙ্গলা
শুক্রবার	”	”	”	”	অলঙ্কার
শনিবার	”	”	”	রচনা	রচনা

দ্বিতীয় শ্রেণী।

	১০॥ ঘণ্টা অবধি ১২ ঐ পর্য্যন্ত	১২ ঘণ্টা অবধি ১ ঐ পর্য্যন্ত	১ ঘণ্টা অবধি ২ ঐ পর্য্যন্ত	২ ঘণ্টা অবধি ৩ ঐ পর্য্যন্ত	৩ ঘণ্টা অবধি ৪॥ ঐ পর্য্যন্ত
সোমবার	গণিত	সাহিত্যাদি	অবকাশ	ইতিহাস	বাঙ্গলা
মঙ্গলবার	”	গণিত	”	”	গণিত
বুধবার	”	সাহিত্যাদি	”	রচনা	রচনা
বৃহস্পতিবার	”	”	”	ইতিহাস	গণিত
শুক্রবার	”	”	”	”	চিত্রকর্ম্ম
শনিবার	”	”	”	বাঙ্গলা	গণিত

এই বিবরণ দ্বারা হিন্দুকালেজের শিক্ষাকার্য্যের বর্ত্তমান নিয়ম স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এবং শ্রীভ্রষ্ট দুর্ভাগ্য হিন্দুদিগের সুখসভ্যতা লাভের যে কত প্রতিবন্ধক আছে, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা ইতিহাস, ৫ ঘণ্টা সাহিত্যাদি, ৩ ঘণ্টা অলঙ্কার ও ৯ ঘণ্টা গণিত অধ্যয়ন ও ২॥ ঘণ্টা রচনা করিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ বালকদিগকে সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা মাত্র ইতিহাস ও ৫ ঘণ্টা মাত্র সাহিত্যাদি পাঠ করিতে হয়, আর ১৪॥০ ঘণ্টা গণিত শাস্ত্র শিক্ষা ও ২॥০ ঘণ্টা রচনা করিতে হয়। প্রথম শ্রেণীস্থ বালকদিগের গণিতাধ্যয়নার্থে যত সময় নিরূপিত আছে তাহা অন্যায় নহে, কিন্তু তাহারদের রচনা* শিক্ষার্থে যে কাল নির্দ্ধারিত আছে তাহা অবশ্যই অল্প বলিতে হইবেক। আর দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ বালকদিগের ইতিহাসাদি অধ্যয়নের সময় যে অপেক্ষাকৃত অল্প তাহার সন্দেহ নাই। সাহিত্য, ইতিহাস, রচনা,

* শ্রুত হইল, বালকেরা বাটী হইতে রচনা লিখিয়া আনিবে বলিয়া অধ্যাপকেরা তাহারদিগকে রচনা করিবার সময়ে বাটী যাইতে অবকাশ দিয়া থাকেন।

চিত্রকর্ম্ম এই সমুদায় বিষয় শিক্ষার্থে যত সময় নিরূপিত আছে, এক গণিত শাস্ত্রাধ্যয়নার্থে তদপেক্ষা অধিক সময় নির্দ্ধারিত আছে। যদি পাঠকবর্গ এই পর্য্যন্ত অবগত হইয়া পরে শুনিতে পায়েন, যে আবার অধ্যাপকেরা ইহাতে তৃপ্ত না হইয়া অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার সময়েও কেবল গণিত শাস্ত্রেরই উপদেশ প্রদান করেন, তবে তাহারা কি পর্য্যন্ত না বিস্ময়াপন্ন হইবেন! বাস্তবিক এইরূপ কথা শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এবং তাহা যে প্রামাণিক তাহার সন্দেহ নাই। প্রথম শ্রেণীর নিয়মানুসারে যে ছয় ঘণ্টার ইতিহাস ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে যে পাঁচ ঘণ্টার সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, তাহাতেও সম্বৎসরের অধিকাংশেই তত্তৎ শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে গণিত বিদ্যারই চর্চ্চা করিতে হয়। ইহাতেও কি শিক্ষকদিগের পরিতোষ আছে? তাঁহারা বালকদিগকে কতকগুলি গণিত বিষয়ক প্রশ্ন লিখিয়া দেন; তাহারদিগকে গৃহ হইতে সেই সমুদায় গণনা করিয়া আনিতে হয়। অতএব তাহারা যতক্ষণ গৃহে থাকে, ততক্ষণও প্রায় গণিত ভিন্ন অন্য কিছু শিখিতে পায় না। বিশেষতঃ অধ্যাপকদিগের শাসনানুসারে তাহারদিগকে গণিত শিক্ষার কালে যেমন একান্ত যত্ন ও সবিশেষ মনোযোগ করিতেই হয়, অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষার সময়ে সেরূপ করিতে হয় না। তাহারা সে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করুক বা না করুক, তাহাতে অধ্যাপকেরা তাদৃশ ক্ষতিবৃদ্ধি জ্ঞান করেন না, এবং সে বিষয়ে অহরহ ত্রুটি দেখিলেও শাসন করেন না।

যদি শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষ ও কলেজের অধ্যাপকদিগের এরূপ অভিসন্ধি থাকে, যে কেবল গণিত শাস্ত্র উপদেশ দ্বারাই হিন্দুদিগের চিত্তস্ফূর্ত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন, তবে তাঁহারদের সারল্য স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু ঘোরতর ভ্রান্তি অঙ্গীকার করিতে হয়। এক বিদ্যায়, বিশেষতঃ গণিত শাস্ত্রে সকলের যথোচিত ব্যুৎপত্তি হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এমন এমন লোকও আছে, যে অবাধে শত বৎসর পরিশ্রম করিলেও তাঁহারদের এ বিদ্যায় অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাঁহারদের এ প্রকার স্বাভাবিকী শক্তি থাকিতে পারে, যে তাঁহারা তত্তৎ বিষয়ে শিক্ষিত হইলে এক এক দিক্‌পাল স্বরূপ হইতে পারেন। গণিত বিদ্যা অতি গুরুতর বিদ্যা তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু মনুষ্য কেবল রাশি গণনা ও রেখা কল্পনা করিতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই; যাহাতে সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, ধর্ম্মেতে অনুরাগ হয়, সাংসারিক কার্য্যে পটুতা হয়, সমস্ত মনোবৃত্তি যথানিয়মে চরিতার্থ হয়, এই-রূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা কেবল অঙ্ক গণনা করিয়া আয়ুঃশেষ করিলে আর আর বিষয়ে সামান্য লোকের ন্যায় অজ্ঞ থাকিতে হয়। হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের এইপ্রকার অপবাদ আছে, যে তাঁহারদের মধ্যে অধিকাংশেরই কঠোর চিত্তে ধর্ম্ম রসের সঞ্চার হয় না। যদিও তাঁহারদের স্বাভাবিক দোষই ইহার মূল কারণ হইতে পারে, কিন্তু লোকের সদসৎ চরিত্র হওয়া যে তাহারদের মধ্যে শিক্ষা

প্রণালীর উপর বিস্তর নির্ভর করে, তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম্মানুশীলন ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আলোচনা না করিলে—সে বিষয়ে সুশিক্ষিত না হইলে আমারদের ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবৃত্তি সমুদায় কি প্রকারে মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে? কালেজের শিক্ষাপ্রণালীর এ দোষ পূর্ব্বাবধিই আছে, এক্ষণে গণিত বিদ্যা আর আর সমুদায় বিদ্যাকে গ্রাস করাতে তাহা দশ গুণ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তথায় গণিত বিদ্যার উপদেশ না দেওয়া হয়, বা পূর্ব্বে যেরূপ সাহিত্যাদির শিক্ষকেরা তথা হইতে অপসারিত হইয়াছেন, সেইরূপ গণিতাধ্যাপকেরা কালেজ মন্দির হইতে এককালে অবসৃত হয়েন, ইহা আমারদিগের অভিমত নহে। কি জানি যদি কেহ আমারদিগের যথার্থ অভিপ্রায় গ্রহণ করিতে না পারে, এই আশঙ্কায় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা যাইতেছে, যে এই গুরুতর বিদ্যা অধ্যয়ন করা বিদ্যার্থিদিগের পক্ষে অতি আবশ্যক; তাহাকে জ্যোতিষাদি প্রাকৃতিক বিদ্যারূপ অতুল ভাণ্ডারের দ্বার স্বরূপ বলা যায়। আমারদিগের এই নিশ্চয় আছে, সকল বিদ্যায় সমান রূপে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; তাহাতে যে ব্যক্তির যে যে বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তি ও বিশিষ্ট রূপ অনুরাগ থাকে, তিনি সেই সেই বিষয়ে সমধিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এবং অন্যান্য বিষয়ের স্থূল জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কৃতবিদ্য হইতে পারেন, এবং স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে স্বদেশের শুভ সাধনে সমর্থ হইতে পারেন। এই সুবিবেচনাসিদ্ধ নিয়মে সর্ব্বদেশীয় শিক্ষকদিগেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু এদেশের বিষয়ে আরও কিছু বিবেচনা করিবার অপেক্ষা আছে। আমারদের রাজা ভিন্ন জাতীয়, রাজপুরুষেরা ভিন্ন জাতীয়, রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিরাও ভিন্ন জাতীয় মনুষ্য। পদে পদে তাঁহারদের নিকট মনোদুঃখ ব্যক্ত করিবার এবং তাঁহারদের সহিত নানা বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। অতএব এ দেশীয় বিদ্যার্থিদিগের ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ কতকগুলির লোকের এ প্রকার পারদর্শি হওয়া উচিত যে তাঁহারা স্বজাতীয়বর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া রাজ-বিচারাগারে বা সভা বিশেষে আপনারদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন, গ্রন্থে বা প্রকাশ্য পত্রে লিখিয়া স্বদেশের শুভাশুভ ঘটিত সমুদায় বিষয়ে বিচার করিতে পারেন, উত্তমোত্তম ইংরাজি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে পারেন, টৌনহলের কোন কোন মহতী সভায় দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজদিগের সমকক্ষ রূপে বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় পক্ষ রক্ষা করিতে পারেন, এবং প্রয়োজন হইলে সমুদ্রযান আরোহণপূর্ব্বক ইংলণ্ড ভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া আপনারদিগের মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিতে পারেন। ইহা আমারদিগের অবিদিত নাই, যে ক্বচিৎ দুই এক ব্যক্তি আপনারদিগের এইরূপ গুণ প্রদর্শন করিবার চেষ্টা পায়েন, কিন্তু তাঁহারাও কালেজের পুরাতন ছাত্র। এই সকল বিষয়ে তাঁহারদিগেরও যে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে, ইদানীন্তন কোন ছাত্রে তাহাও দৃষ্ট হয় না। যাহাতে ভবিষ্যতের

ছাত্রেরাও তদ্বিষয়ে নিপুণ না হয়, কালেজের শিক্ষা কার্য্যের তদুপযোগি নিয়ম সমুদায়ই সংস্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুকালেজের শৈশবকালে বহুবীর্য্য ও অধিক উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মধ্যকালে জরা কাল উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

অধ্যক্ষদিগের বিবেচনার ত্রুটি ও অধ্যাপকদিগের অধ্যাপনার দোষই ইহার মূল, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে যে সকল ব্যক্তি কালেজের অধ্যক্ষতা ও শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অতি বিচক্ষণ ছিলেন— তাঁহারা আমারদিগের ভাবভক্তি, সুখ দুঃখ, ইষ্টানিষ্ট সমুদায় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতেন। কেহ কেহ এই বিদ্যালয়ের সহিত স্বীয় সম্পত্তির ও বালকদিগের সহিত আপন সন্তানদিগের বিশেষ বোধ করিতেন না। আমরা বিদ্যোৎসাহি বীটন সাহেবের অসাধারণ ঔদার্য্য স্বভাব অস্বীকার করি না, এবং তাঁহার অভিসন্ধি যে উত্তম তাহারও সংশয় নাই, কিন্তু একথা অবশ্যই বলিতে হইবে, যে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় যেরূপ, সেরূপ উপায় ধার্য্য হয় নাই।

গতানুশোচনা বৃথা। এক্ষণে বিদ্যালয়ের বালকেরা উত্ত্যক্ত হইয়াছে, তাহারদের পিতা মাতারা বিরক্ত হইয়াছে, এবং হিন্দু হিতৈষি নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগের অভিপ্রায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে যথোচিত মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করুন, এবং হিন্দুদিগের শুভানুধ্যায়ি সদ্বিবেচক ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করুন। এই উত্থাপিত প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়া অবধারিত হইতেছে, যে ছাত্রদিগকে যেরূপ গণিতবিদ্যায় শিক্ষিত করা উচিত, সেইরূপ তাহারদিগকে অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রেও বিহিত বিধানে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, এবং যাহাতে তাহারা ইংলণ্ডীয় ভাষায় বিশিষ্ট রূপে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে,—তাহাতে অবলীলাক্রমে শুদ্ধরূপে রচনা ও কথোপকথন করিতে পারে, তাহাও অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য। অনুবাদ, রচনা ও সাহিত্য ইতিহাসাদি শিক্ষায় যথোচিত মনোযোগ দেওয়াই এই শেষোক্ত অভীষ্ট সাধনের অমোঘ উপায়।

এক্ষণে হিন্দুকালেজের শিক্ষা প্রণালীর আরও দুই এক বিষয়ের প্রসঙ্গ না করিয়া এ প্রস্তাব শেষ করা উচিত হয় না। হিন্দুকালেজ সংস্থাপকেরা স্বদেশের ইষ্টানিষ্ট প্রয়োজনাপ্রয়োজন সবিশেষ বিবেচনা করিয়া হিন্দুকালেজের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারদের বৈচক্ষণ্য ও দূরদৃষ্টির এক উদাহরণ স্মরণ হইতেছে; কালেজের ছাত্রদিগকে লোকোপকারি শিল্পবিদ্যার উপদেশ প্রদান করাও তাঁহারদের উদ্দেশ্য ছিল*। কি সাধু বাসনা! কি শুভদায়ক অভিপ্রায়! রাজপুরুষেরা এই পরম শুভকর অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিলে এ দেশের বিস্তর

* ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ জুনে হিন্দুকালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা গভর্ণমেণ্টে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

উপকার দর্শিত। এতদিনে অনেকানেক বিদ্যাবান্ ব্যক্তির দারিদ্র্য দশা অবশ্যই বিনষ্ট হইত। যখন ছাত্রেরা পাঠ সাঙ্গ করিয়া কালেজ-গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন, এবং সংসারে প্রবেশপূর্ব্বক ধনোপায়ের চেষ্টা করেন, তখন তাঁহারদিগকে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে হয়। দুই এক ব্যক্তির ভাগ্যক্রমে কোন রাজ সংক্রান্ত কর্ম্ম মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু অনেককেই, বিশেষতঃ মধ্যবর্ত্তি শ্রেণীস্থ যুবকদিগকে জীবিকা লাভের উপায় প্রাপ্ত না হইয়া উৎকণ্ঠায় আকুল হইতে হয়। তখন অপার্য্যমাণে অন্যান্য অশিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় লিপিকর ব্যবসায় অবলম্বন করাই ধার্য্য করেন, এবং তদর্থে ব্যস্তসমস্ত হইয়া পথ পর্য্যটন আরম্ভ করেন, ও স্বার্থ লাভার্থে ব্যক্তি বিশেষের তুষ্টি সাধন ব্রত গ্রহণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক পালন করেন। কিন্তু একমাত্র লিপিকর ব্যবসায় কত লোকের অন্ন হইতে পারে? কর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া কর্ম্মচারির সংখ্যা অধিক হওয়াতে তাহারও যোগাযোগ হওয়া অতি দুর্ঘট হইয়া ওঠে। যেমন একটি শব দৃষ্টি করিলে শত শত শকুনি তদুপরি আক্রমণ করে, সেইরূপ কোন স্থানে একটি পদ শূন্য হইলে ভূরি ভূরি ব্যক্তি তদর্থে লালায়িত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করে। ইহাতে অনেকানেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও পূর্ব্বকার সমুদায় জ্ঞানোৎসাহ ভগ্ন হয়, ক্রমে ক্রমে বিদ্যানুশীলনে অনভ্যাস পায়, এবং সকল মনোরথ মনেতেই লীন হইয়া যায়। যদি হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা তথায় লোকোপকারি শিল্প বিদ্যা শিক্ষার রীতি প্রচলিত করিতেন তবে তাহারদিগের ক্লেশের বিস্তর লাঘব হইতে পারিত, এবং তাহারা স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া ধন মান উপার্জ্জন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে কাল যাপন করিতে সমর্থ হইত। বস্তুতঃ কালেজের ছাত্রদিগকে লোকযাত্রাবিধান ও শিল্প শাস্ত্রাদি জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগি নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া অতি আবশ্যক। লোকযাত্রা বিধান ও শিল্প শাস্ত্রাদিতে অনধিকার প্রযুক্ত তাহারা মনোমত জীবিকা অবলম্বন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে কালযাপন করিতে অসমর্থ হয়, ও দারিদ্র্য দশা প্রাপ্ত হইয়া সদাই অস্থির ও ব্যাকুল থাকে। আর পদার্থ বিদ্যা ও শারীরবিধান* বিদ্যাতে সুশিক্ষিত না হওয়াতে নানাপ্রকার ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অল্প বয়সে জীর্ণ ও রোগাক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হয়। এই সকল অশুভ ঘটনা হিন্দুকালেজের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর প্রত্যক্ষ ফল। এই সকল গুরুতর ব্যাপারে অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের যথোচিত মনোযোগ না হওয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। এ বিষয়ে উপেক্ষা করাতে তাঁহারদের কর্ত্তব্যতার অন্যথা হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা আমারদিগের সুখ স্বচ্ছন্দের উপায় হস্তগত দেখিয়াও কি প্রকারে তাহাতে অবহেলা করেন? ইহাতে কি প্রকারেই বা আত্ম প্রসাদ ও মনস্তুষ্টি লাভ করেন? হায়! যাহারদিগের পরোপকারের সামর্থ্য আছে, তাহারা যদি নির্দ্ধন নিরুপায়

পরহিতৈষি ব্যক্তিদিগের ন্যায় লোকের শুভাকাঙ্ক্ষি হইত, তবে এতদিনে আমারদিগের সুখ সৌভাগ্য ধন বিদ্যার অবশ্যই অবশ্য উন্নতি হইত, এবং এক্ষণে এদেশে দারিদ্র্য রূপ দাবানল যেরূপ প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহারও শমতা হইতে পারিত।

আর হিন্দুকালেজের, বিশেষতঃ তাহার অধস্তন শ্রেণী সমুদায়ের পাঠ্যগ্রন্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেও অধ্যক্ষদিগের অযত্ন ও অমনোযোগ অতি স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। যখন সুশিক্ষোপযোগি উত্তমোত্তম গ্রন্থ প্রস্তুত হয় নাই, তখনও ঐ সমুদায় শ্রেণীর ছাত্রেরা যে প্রকার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিত, এক্ষণেও সেই প্রকারই করিতেছে। এক্ষণে যেমন ভূমণ্ডলে দিন দিন বিদ্যাজ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে ও বিবিধ শাস্ত্র সঙ্ঘটিত নানা প্রকার তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতেছে, সেইরূপ যাহাতে লোকে অবলীলাক্রমে অল্প সময়ে অধিক শিক্ষা করিতে পারে, তদুপযোগি ভূরি ভূরি গ্রন্থও প্রস্তুত হইতেছে। পূর্ব্বে বর্ষ চতুষ্টয়ে বালকদিগের যাদৃশ শিক্ষা না হইত, এক্ষণে গ্রন্থের গুণে সম্বৎসর মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। চেম্বর্স এডুকেশনল্ কোর্স* নামক গ্রন্থ-পরম্পরার মধ্যে যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক আছে, তৎপাঠ দ্বারা অতিসুলভে অনেক বিষয়ে অধিকার হইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা অধস্তন শ্রেণী অবধি করিয়া বালকেরা যদি সেই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, তবে অল্পকালে অল্প বয়সের মধ্যেই বিবিধ বিদ্যার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। তাহা হইলে তাহারদিগকে এক্ষণকার ন্যায় কেবল কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিরর্থক কালক্ষেপ করিতে হয় না। এ বিষয়ে হেদুয়া সরোবরের তীরবর্ত্তি মিশনরি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদিগকে সাধুবাদ করিতে হয়। তাঁহারা স্ব স্ব বিদ্যালয়ের উপরিতন ও অধস্তন সমুদায় শ্রেণীর প্রতি সমান যত্ন করেন, এবং প্রথমাবধি বালকেরা যাহাতে সুলভে শিক্ষা করিতে পারে, এ প্রকার উপায় করিয়া দেন। তাঁহারদের লেসন্ ও চাইল্ডস্ গ্রামার প্রভৃতি গ্রন্থ সমুদায় কালেজের অধস্তন শ্রেণী সমুদায়ের অকার্য্যকর গ্রন্থ সকল অপেক্ষায় অনেক ভাল।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকাতে কালেজস্থ ছাত্রদিগের বাঙ্গলা ভাষা অধ্যয়নের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। তথায় বাঙ্গলা শিক্ষার সুরীতি নাই, সে বিষয়ে তত্ত্বাবধানেরও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। বাঙ্গলা শিক্ষা করা আর না করা বালকদিগের একপ্রকার স্বেচ্ছাধীন। তাহারা পণ্ডিতদিগকে গ্রাহ্য করে না, যথোচিত মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করে না, এবং তাহারা পাঠে অবহেলা করিলে তাহার শাসনও হয় না। গতবর্ষে শ্রীযুক্ত মেডাক্ ও বীটন সাহেব এদেশীয় বালকদিগের বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার অনুকূলে যেরূপ সদ্বক্তৃতা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই আমরা তাহার প্রসঙ্গ করিয়াছি। কিন্তু তৎপরেও যে হিন্দুকালেজে বাঙ্গলা শিক্ষা বিষয়ে

* Chamber's Educational Course

এরূপ বিশৃঙ্খলা থাকে, ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়। তৎপরে দুই একখানি নতুন বাঙ্গলা গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন প্রধান অধ্যাপক বা তত্ত্বাবধারকও নিযুক্ত হয় নাই, এবং সুশৃঙ্খলা সম্পাদনেরও উপায় ধার্য্য হয় নাই।

কলিকাতার প্রধান বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে সে বিষয়ে শিক্ষাসমাজাধ্যক্ষদিগের অত্যন্ত অযত্ন প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্ব সুখের আকর স্বরূপ যে জ্ঞানানুশীলন, যাহার উপর আমারদের সমুদায় সুখ সৌভাগ্য নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে উপেক্ষা করাতে অবশ্যই তাঁহারদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যথা হইতেছে। এবিষয়ে বিশিষ্ট রূপ যত্ন প্রকাশ অপেক্ষায় আমারদের উপকার করিবার উৎকৃষ্টতর উপায় আর কিছুই নাই এবং ইহাতে অবহেলা করা অপেক্ষায় আর কিছুতেই আমারদের অধিক অনিষ্ট হইতে পারে না। অতএব শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত সমুদায় দোষ খণ্ডনার্থে আশু মনোযোগি হউন।

ছাত্রদিগকে ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিবার নিমিত্ত অনুবাদ, রচনা ও সাহিত্য ইতিহাস; ভৌতিক, শারীরিক ও ধর্ম্মবিষয়ক নিয়ম উপদেশার্থে গণিত, পদার্থবিদ্যা, শারীরবিধান ও নীতি বিদ্যা; অল্পকালে সুলভে অধিক শিক্ষা দানার্থে চেম্বর্স এডুকেশনল্ কোর্স নামক গ্রন্থাবলি বা তাদৃশ সুপ্রণালী সিদ্ধ অন্যান্য পুস্তক; সসম্ভ্রমে ধনোপার্জ্জনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত লোকযাত্রাবিধান, রাজনিয়ম ও নানাপ্রকার শিল্প বিদ্যা, এই সমস্ত বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা দেওয়া, এবং বাঙ্গলা ভাষা অধ্যয়ন বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হিন্দুকালেজের এবং গভর্ণমেণ্টের অধীন অন্যান্য বিদ্যালয়েরও শিক্ষাকার্য্য এই প্রকার নিয়মে সম্পাদিত হইলে ছাত্রদিগের যথার্থ উপকার কৃত হইবে, এবং এদেশীয় লোকের সুখ সৌভাগ্য সঞ্চয়ের দৃঢ় সোপান প্রস্তুত হইবে।

নিবাধই গ্রামস্থ বিদ্যালয়। চৈত্র ১৭৭৪ শক। ১১৬ সংখ্যা

এক্ষণে আমারদের দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ঐক্য হইয়া স্বীয় স্বীয় গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন না করিলে, অপর সাধারণ সকলের বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ সন্তান সন্ততিদিগকে যেমন অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ তাহারদের রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্তিরও সদুপায় করা বিধেয়। এতদ্দেশীয় অধুনাতন কোন